Sibani Mandal Mahavidyalaya
SIBANI MANDAL MAHAVIDYALAYA
ESTD. 2013

7980474105 • smmintrn2024@gmail.com
namkhanasibanimandalmahavidyalaya.in

উত্তর ভারত (খ্রি.পূ. ১৫০০–৩০০):

সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাজনৈতিক সম্পর্ক, ধর্ম ও দর্শন

---

১. ভূমিকা (Introduction)

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ থেকে ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কাল উত্তর ভারতের ইতিহাসে একটি **গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের যুগ**। এই সময়ে বৈদিক যুগের সূচনা ও বিকাশ, লৌহ প্রযুক্তির বিস্তার, গ্রামভিত্তিক সমাজ থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব এবং নতুন ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাজনৈতিক সংগঠন এবং ধর্ম–দর্শনের ক্ষেত্রে এই সময়কাল পরবর্তী ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে।

---

২. সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)

২.১ প্রাথমিক বৈদিক সমাজ

প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে সমাজ তুলনামূলকভাবে **সরল ও সমতাভিত্তিক** ছিল। সমাজ মূলত গোষ্ঠী ও গোত্রভিত্তিক ছিল এবং পেশাভিত্তিক বিভাজন সীমিত ছিল।

২.২ বর্ণব্যবস্থার বিকাশ

পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজে **বর্ণব্যবস্থার সুস্পষ্ট রূপ** দেখা যায়—

- ব্রাহ্মণ
- ক্ষত্রিয়
- বৈশ্য
- শূদ্র

এই বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস সমাজে পেশা, অধিকার ও মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.৩ পরিবার ও নারী অবস্থান

- পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক
- প্রারম্ভিক যুগে নারীর তুলনামূলক মর্যাদা থাকলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ক্রমশ অবনতি ঘটে
- বাল্যবিবাহ ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় বৈষম্য দেখা দেয়

---

৩. রাজনৈতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (Political Relations)

৩.১ গোত্র থেকে রাষ্ট্রে রূপান্তর

প্রথমদিকে রাজনৈতিক সংগঠন ছিল **গোত্র ও উপজাতিভিত্তিক**। পরবর্তী সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে—

- স্থায়ী বসতি
- আঞ্চলিক রাজ্য
- মহাজনপদ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে

৩.২ রাজতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা

- রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান
- সভা ও সমিতির মতো প্রতিষ্ঠান ছিল
- কর আদায় ও সেনাবাহিনীর সংগঠন শুরু হয়

৩.৩ মহাজনপদ যুগ (খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতক)

- কাশি, কোশল, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি মহাজনপদের উত্থান
- মগধের শক্তিবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক আধিপত্য

---

৪. ধর্মীয় বিকাশ (Religion)

৪.১ বৈদিক ধর্ম

- যজ্ঞ ও দেবপূজা কেন্দ্রিক ধর্ম
- ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা
- ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বৃদ্ধি

৪.২ উপনিষদীয় চিন্তা

- আত্মা (আত্মন) ও ব্রহ্মের ধারণা
- কর্ম ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব
- আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণা

৪.৩ প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন

- **বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব**
- অহিংসা, ত্যাগ ও সমতার বাণী
- যজ্ঞ ও বর্ণব্যবস্থার সমালোচনা

---

৫. দর্শনের বিকাশ (Philosophical Thought)

৫.১ উপনিষদীয় দর্শন

- আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য
- জ্ঞানই মুক্তির পথ

৫.২ শ্রামণ দর্শন

- বৌদ্ধ দর্শন: অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চার আর্যসত্য
- জৈন দর্শন: ত্রিরত্ন, কর্মবন্ধন

৫.৩ যুক্তিবাদ ও নৈতিক চিন্তা

- কর্মফল তত্ত্ব
- ব্যক্তিগত নৈতিকতার গুরুত্ব

---

৬. সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক

- বর্ণব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে
- রাজারা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে বৈধতা অর্জন করে
- নতুন ধর্মীয় আন্দোলন সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ করে

☞ এই পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তর ভারতের সমাজকে জটিল ও বহুমাত্রিক করে তোলে।

---

৭. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন (Historical Assessment)

এই সময়কালকে ভারতীয় ইতিহাসে একটি **গঠনপর্ব** বলা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস সুসংহত হয়, রাজনৈতিক সংগঠন গোত্র থেকে রাষ্ট্রে উন্নীত হয় এবং ধর্ম–দর্শনের ক্ষেত্রে গভীর চিন্তাভাবনার সূচনা ঘটে। এই পরিবর্তনসমূহই পরবর্তী মৌর্য যুগ ও ধ্রুপদি ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করে।

---

৮. উপসংহার (Conclusion)

খ্রি.পূ. ১৫০০–৩০০ সময়কালে উত্তর ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ধর্ম–দর্শনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ভারতীয় সমাজকে একটি সুসংগঠিত, দার্শনিক ও রাষ্ট্রভিত্তিক কাঠামোর দিকে নিয়ে যায় এবং ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘমেয়াদি রূপ নির্ধারণ করে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. উত্তর ভারতে বর্ণব্যবস্থার বিকাশ আলোচনা করো।
2. মহাজনপদ যুগের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।
3. উপনিষদীয় ও শ্রামণ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

---

১. উত্তর ভারতে বর্ণব্যবস্থার বিকাশ আলোচনা করো।

উত্তর :
খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতে সমাজব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল **বর্ণব্যবস্থার বিকাশ ও সুসংহতকরণ**। প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে সমাজ ছিল তুলনামূলকভাবে সরল ও গোষ্ঠীভিত্তিক। তখন সামাজিক বিভাজন প্রধানত পেশা ও কার্যভিত্তিক ছিল এবং তা কঠোর ছিল না।

পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষির বিস্তার, স্থায়ী বসতির বিকাশ এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করার জন্য চার বর্ণের কাঠামো গড়ে ওঠে—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, ক্ষত্রিয়রা শাসন ও যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বৈশ্যরা কৃষি ও বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং শূদ্ররা সেবামূলক কাজ করতেন।

ধীরে ধীরে বর্ণব্যবস্থা জন্মভিত্তিক হয়ে ওঠে এবং সামাজিক গতিশীলতা হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে অসমতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, বিশেষত শূদ্র ও নারীদের সামাজিক অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও বর্ণব্যবস্থা উত্তর ভারতের সামাজিক কাঠামোকে দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত রূপ প্রদান করে, যা পরবর্তী ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

---

২. মহাজনপদ যুগের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে **মহাজনপদ যুগের সূচনা** ঘটে, যা রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে গোত্র ও উপজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তে বৃহৎ ও শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—কাশি, কোশল, মগধ, অবন্তী, বজ্জি প্রভৃতি।

এই যুগের একটি প্রধান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল **রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র—উভয় ধরনের শাসনব্যবস্থার সহাবস্থান**। মগধ, কোশল ও অবন্তীর মতো রাজ্যগুলি রাজতান্ত্রিক ছিল, যেখানে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে বজ্জি ও মল্লের মতো কিছু মহাজনপদে গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেখা যায়, যেখানে সভা ও সমিতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতো।

মহাজনপদ যুগে করব্যবস্থা, স্থায়ী সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ ঘটে। কৃষি উদ্‌বৃত্ত রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই যুগেই মগধ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। অতএব, মহাজনপদ যুগ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

---

৩. উপনিষদীয় ও শ্রামণ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর :
উপনিষদীয় ও শ্রামণ দর্শন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে উত্তর ভারতে বিকশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারা, যা বৈদিক যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মের সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে এই দুই ধারার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

উপনিষদীয় দর্শন মূলত বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই উদ্‌ভূত। এই দর্শনে আত্মা (আত্মন) ও ব্রহ্মের ঐক্যের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। উপনিষদীয় চিন্তায় জ্ঞান (জ্ঞানে)কেই মুক্তির প্রধান পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কর্ম ও পুনর্জন্মের তত্ত্বকে দার্শনিক ভিত্তি দেওয়া হয়। এটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার এক উচ্চস্তরের প্রকাশ।

অন্যদিকে **শ্রামণ দর্শন**, বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, বৈদিক যজ্ঞ ও বর্ণব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে। বৌদ্ধ দর্শনে চার আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে দুঃখমুক্তির পথ নির্দেশ করা হয়, আর জৈন দর্শনে অহিংসা, ত্যাগ ও ত্রিরত্নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রামণ দর্শন সমাজে সমতা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত আচরণের উপর বিশেষ জোর দেয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, উপনিষদীয় দর্শন আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক দিককে গুরুত্ব দিলেও শ্রামণ দর্শন সামাজিক ন্যায়, নৈতিকতা ও বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই দুই ধারাই ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।